অথর্ববেদীয় মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

শ্রীমদ্রঙ্গরামানুজভাষ্যেণ বঙ্গভাষায়া ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকা চ সমুদ্ভাষিতা

পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রীণা সম্পাদিতানুবাদিতাশ্চ

শ্রিয়ৈ নমঃ . শ্রীধরায় নমঃ

অথর্ববেদীয়
মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

শ্রীমদ্রঙ্গরামানুজভাষ্যেণ বঙ্গভাষায়া
ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকা চ সমুদ্ভাষিতা

শ্রীধামবৃন্দাবনবাস্তব্য
বেদবেদাঙ্গদর্শনাদি শাস্ত্রজ্ঞাতা
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী
মহোদয়েন সম্পাদিতানুবাদিতাশ্চ

www.bhaktidarshan.org

প্রকাশকঃ-
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী
শ্রীভাগবত নিবাস,বৃন্দাবন,মথুরা (উ.প্র) ভারত
+917078220843 , +918439217878
Website:-www. Bhaktidarshan.org

প্রথম সংস্করণঃ-
শ্রীঅন্নকুট মহোৎসব,বঙ্গাব্দঃ- ১৪২৬
শ্রীকৃষ্ণাব্দ-৫২৫৫, শ্রীগৌরাঙ্গব্দঃ- ৫৩৪
২৮ অক্টোম্বর , ২০১৯

সেবানুকূল্যঃ **60** RS

প্রাপ্তিস্থানঃ-
শ্রীভাগবত নিবাস,বৃন্দাবন,মথুরা (উ.প্র) ভারত
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী
+917078220843 , +918439217878
Website:-www. Bhaktidarshan.org

বিনম্র নিবেদন

সর্বাগ্রে শ্রীগুরু চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি তৎ পশ্চাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদাদিবৃন্দের শ্রীচরণকমলে অনন্ত কোটি দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দ এবং শ্রীষড়গোস্বামীগণের অসীম অনুকম্পায় এই গ্রন্থখানির অনুবাদ করা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহাদিগের নিরুপাধি কৃপা ব্যতীত এ হেন কার্য্য করা কদাপি এ ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা সম্ভব নয়। গ্রন্থখানির প্রকাশনে ত্রুটি মার্জ্জন করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস করা হইয়াছে তথাপি পাঠক যদি কোথাও ত্রুটি আদি দৃষ্ট হইয়া থাকেন তবে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

নিবেদক
রঘুনাথ দাস

॥ অথর্বেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ॥

শান্তিপাঠ

**ওঁ ভদ্রং কর্ণোভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তু-ষ্টুবাঁসস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥
ওং শান্তিশ্শান্তিশ্শান্তিঃ ।**

অনুবাদঃ- হে আরাধ্য দেবগণ ! আমরা আমাদের কর্ণের দ্বারা সদৈব মঙ্গলময় শব্দকেই যেন শুনি । চলতে ফিরতে আমরা নিজেদের চোখের দ্বারা যেন সদৈব মঙ্গলময় বস্তুকেই দেখি । আমরা নিজেদের সুদৃঢ় শরীর তথা অঙ্গের দ্বারা যেন আপনাদের স্তুতি করি তথা দেবতাদের জন্য কল্যাণকারী আয়ুকে প্রাপ্ত করি । ইন্দ্র আমাদের কল্যাণ করুক,সর্বজ্ঞ পূষা দেবতা আমাদের কল্যাণ করুক,অরিষ্টনেমি দেবতা গরুড় আমাদের কল্যাণ করুক,তথা দৈবগুরু বৃহস্পতি আমাদের কল্যাণ করুন। দৈহিক,দৈবিক এবং ভৌতিক তিন প্রকারের সন্তাপ থেকে যেন আমরা শান্তি প্রাপ্ত করি ।

রঙ্গরামানুজ ভাষ্যঃ–

**যেনোপনিষদাং ভাষ্যং রামানুজানুসারতঃ ।
রম্যং কৃতং প্রণাম্যহং রঙ্গরামানুজং মুনিম্ ॥**

ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকাঃ– যিনি শ্রীভাষ্যকার শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের মতানুসরণ করে উপনিষদের মনোজ্ঞ ভাষ্য করেছেন সেই শ্রীরঙ্গরামানুজাচার্যকে আমি নত মস্তকে প্রণাম করি ।

॥ প্রথম খণ্ডঃ ॥

হরিঃ ওম্ । ওঁ ইত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানং
ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব ।
যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং, তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১ ॥

অনুবাদঃ– এই উপনিষদের প্রারম্ভে শ্রীহরির বাচক ওঁ কার এর স্মরণ পূর্বক শ্রুতি বলছে যে এই সম্পূর্ণ চেতনাচেতনাত্মক জগৎ ওঁকার স্বরূপ,সেই ওঁকারের গুণ,বিভূতি তথা উপাসনার প্রকারের বিস্তারিত বর্ণন করা হচ্ছে । যা কিছু ভূত,বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালিক তা সবকিছুই ওঁকার স্বরূপ । যা কিছু কালত্রয়পরিচ্ছিন্ন তথা কালত্রয় অপরিচ্ছিন্ন তাহাও ওঁকার স্বরূপ ।

রঙ্গরামানুজ ভাষ্যঃ–

অতসীগুচ্ছসচ্ছায়মঞ্চিতোরস্থলং শ্রিয়া ।
অঞ্জনাচলশৃঙ্গারমঞ্জর্লিমম গাহতম্ ॥ ১ ॥
ব্যাসং লক্ষ্মণযোগীন্দ্রং প্রণম্যান্যান্ গুরুনপি ।
মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ ব্যাখ্যাং করোমি বিদুষাংমুদে ॥ ২ ॥

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্ । তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥

অকার-উকার-মকার-অর্ধমাত্রাত্মকপাদচতুষ্টয়বতি ওঙ্কারে অনিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্ন-সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবাপরপর্যায়-বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ-তুরীয়ারব্যপাদচতু-ষ্টয়যুক্তব্রহ্মদৃষ্টিবিধানায়েদং প্রকরণমারভ্যতে । **ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্ ।** চেতনাচেতনাত্মকমিদং জগৎ সর্বমোঙ্কাররূপমেব; "তৎ যথা শঙ্কুনা সর্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্নানি,এবমোঙ্কারেণ সর্বা বাক্ সংতৃণ্না । ওঙ্কার এবেদং সর্বম্" (ছা.২/২৩) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ । **তস্য প্রণবস্য উপব্যাখ্যানং** গুণবিভূত্যুপাসন প্রকারপ্রপঞ্চনম্; ক্রিয়ত ইতি শেষঃ । **ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব । যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং**

তদপ্যোঙ্কার এব। কালত্রয়পরিচ্ছিন্নং কালত্রয়াপরিচ্ছিন্নং চ সর্বমোঙ্কার এবেত্যর্থঃ । প্রণবোৎপন্নব্যাহৃতিমূলকবেদসৃষ্টত্বাৎ সর্বস্য জগত ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকাঃ– এই উপনিষদের প্রারম্ভে সর্বপ্রথম মঙ্গলাচরণে শ্রীরঙ্গরামানুজাচার্য লিখিছেন যে অতসী পুষ্প গুচ্ছের সমান যার শ্যামবর্ণ যার বক্ষঃস্থল শ্রীদেবীর দ্বারা সমলঙ্কৃত,অঞ্জনাচল কে যিনি অলঙ্কৃত করেছেন সেই শ্রীবেঙ্কটেশ ভগবান্ আমার প্রণামাঞ্জলিকে স্বীকার করুন ॥ ১ ॥

ব্যাসং লক্ষ্মণেত্যাদি– মহর্ষি ব্যাস,শ্রীমদ্রামানুজাচার্য তথা উনি হতে ভিন্ন সকল আচার্য্যগণকে প্রণাম করে আমি (শ্রীরঙ্গরামানুজাচার্য) বিদ্বানগণকে আনন্দ প্রদান করার জন্য মাণ্ডূক্যোপনিষদের ব্যাখ্যা করছি। **ওমিত্যেতদক্ষরমিত্যাদি-** আকার,উকার,মকার তথা অর্দ্ধমাত্রা দ্বারা যুক্ত ওঙ্কারে অনিরুদ্ধ,প্রদ্যুম্ন,সঙ্কর্ষণ এবং বাসুদেবের অপর পর্যায়ভূত,বিশ্ব,তৈজস,প্রাজ্ঞ তথা তুরীয় নামক চার চরণ দ্বারা যুক্ত ওঙ্কারে ব্রহ্ম দৃষ্টি বিধান করার জন্য এই প্রকরণ আরম্ভ করা হল। শ্রুতি বলেন যে **ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্** চেতনাচেতনাত্মক এই সম্পূর্ণ জগৎ ওঙ্কার স্বরূপই। ওঙ্কারের বিচার করে শ্রুতি বলেন যে,যেমনভাবে বৃক্ষের প্রত্যেক পাতাই শঙ্কু দ্বারা আবদ্ধ থাকে তদ্রূপভাবে ওঙ্কারের দ্বারা বাণী আবদ্ধিত। এই সম্পূর্ণ জগতই ওঙ্কার স্বরূপ। (ছা.উ.২/২-৩) ছান্দোগ্যোপনিষৎ এর শ্রুতিই এটা বলে। **তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥** ঐ প্রণবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। অর্থাৎ তার গুণ,বিভূতি তথা উপাসনার প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে। **ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব।** এই জগতে ভূতকালিক,বর্তমানকালিক তথা ভবিষ্যতকালিক যা কিছু আছে তা সবই ওঙ্কার স্বরূপ। অর্থাৎ কালত্রয় হতে পরিচ্ছিন্ন তথা কালত্রয় হতে অপরিচ্ছিন্ন যা কিছু আছে তা সবই ওঙ্কার স্বরূপ। কারণ সম্পূর্ণ জগতই প্রণব হতে উৎপন্ন ব্যাহৃতি মূলক হওয়ার জন্য বেদ সৃষ্ট।

সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ

অনুবাদঃ– এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্রহ্মময় । এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই আত্মা চারপাদ বিশিষ্ট ॥ ২ ॥

রঙ্গরামানুজ ভাষ্যঃ– সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম । কালত্রয়পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্নাত্মকং সর্বমপি বস্তু ব্রহ্মবেত্যর্থঃ । ততঃ কিমিত্যত্রাহ **অয়মাত্মা ব্রহ্ম অয়ম্** ওঙ্কারঃ,সর্বাত্মভূতং ব্রহ্মৈব । ততশ্চোঙ্কারে সর্বাত্মভূতব্রহ্মদৃষ্টিঃ কর্তব্যেত্যর্থঃ । সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ । ওঙ্কারে অধ্যস্যমানোঽয়মাত্মা পাদচতুষ্টয়যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকাঃ– সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম কালত্রয় হতে পরিচ্ছিন্ন তথা অপরিচ্ছিন্ন সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম । যদি বল যে এর দ্বারা কি হয়েছে ? এর উপরে শ্রুতি বলে যে অয়মাত্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ সবার আত্মারূপ ওঙ্করাই ব্রহ্ম । অর্থাৎ ওঙ্কারে সর্বভূতের আত্মা স্বরূপ যে ব্রহ্ম , সেই ব্রহ্ম দৃষ্টি রাখাই কর্তব্য । **সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ** অর্থাৎ যাকে ওঙ্কারে অধ্যাস করা হয় সেই আত্মা **চারপাদ বিশিষ্ট** ।

চারপাদ বিশিষ্ট বলিতে চার অংশ বিশিষ্ট । যেমন কোন দেশ বিদেশে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা (কয়েন- ১ টাকা) । যেমন ১৬ আনা বলতে ১ টাকা বোঝায় । তেমনি ৪ আনা বা ৮ আনাও প্রয়োগ করে মুদ্রার পরিমান বোঝানো হয় তেমনি এখানে চারপাঁদ বোঝানো হয়েছে ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমখণ্ডস্য শ্রীরঙ্গরামানুজাচার্যকৃত মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্যং এবং পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রীণা কৃত ভাষ্যতত্ত্বার্থদীপিকা সমাপ্তম্ ॥

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

সর্বাত্মা পরমাত্মার প্রথম চরণ বৈশ্বানরের বর্ণন

হরিঃ ওম্ জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥১॥

অনুবাদঃ– সর্বাত্মা পরমাত্মার চারচরণের প্রথম পাদ বৈশ্বানর পরমাত্মা। তিনি জাগ্রত দশার নির্বাহক। তার দ্বারাই বাহ্যরূপ আদি জ্ঞানের জ্ঞান হয়ে থাকে। তাঁর দ্যুলোক,সূর্য,বায়ু,আকাশ,জল,তথা পৃথিবীরূপী ক্রমশঃ সূর্য,চক্ষু,প্রাণ,মধ্যকায়,মূত্রাশয়,তথা পাদরূপী ছয় অঙ্গের সাথে জাগ্রত জীবকে মিলিয়ে সাত অঙ্ক হয়। তার পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়,পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়,পাঁচ প্রাণ এবং মন,বুদ্ধি,অহঙ্কার এবং চিত্ত এই উনিশ মুখ তথা ইনি স্থুল রূপাদির প্রয়োজক কর্তা রূপে ভোগ করে থাকেন ॥১॥

রঙ্গরামানুজ ভাষ্যঃ– তদেব পাদচতুষ্টয়ং প্রপঞ্চয়তি-**জাগরিতস্থানো ....বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ।** জাগরিতং স্থান যস্য স **জাগরিতস্থানঃ** জাগ্রদ্দশা নির্বাহক ইত্যর্থঃ। 'জাগরিতে ব্রহ্মেতি ব্রহ্মশব্দিতস্যানিরুদ্ধস্যৈব জাগ্রদ্দশা-নির্বাহকত্বাৎ। **বহিঃ প্রজ্ঞঃ** বহিঃ-রূপাদৌ প্রজ্ঞা যেন সঃ বহিঃপ্রজ্ঞঃ। **সপ্তাঙ্গঃ** 'এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্ধৈব সুতেজাঃ, চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ,প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মা,সন্দেহো বহুলঃ,বহিস্তরেব রয়িঃ, পৃথিব্যেব পাদৌ'ইতি বৈশ্বানরবিদ্যোক্তরীত্যা দ্যুসূর্যবায়্বাকাশবারিপৃথিবীরূপৈঃ মূর্ধচক্ষুঃ প্রাণমধ্যকায়মূত্রাশয়পাদরূপৈঃ ষড়িভরঙ্গৈঃ,জাগ্রতা জীবনে চ সপ্তাঙ্গত্বং দ্রষ্টব্যম্। **একোনবিংশতিমুখঃ।** পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক র্মেন্দ্রিয়পঞ্চপ্রাণান্তঃ করণচতুষ্টয়রূপৈর্মুখৈরেকোনবিংশতিমুখত্বম্। এষামধিষ্ঠেয়ত্বং (যত্বঞ্চ স্বধিষ্ঠেয়) জাগ্রদবস্থাজীবদ্বারা দ্রষ্টব্যম্। **স্থূলভুক্** স্থূলং রূপাদিকং ভুঙক্তে ইতি স্থূলভূক্। ভোজনে প্রয়োজককর্তৃত্বাৎ 'ঋতং পিবন্তৌ' ইতি পরমাত্মানি নির্দেশবৎ উপপত্তির্দ্রষ্টব্যা। **বৈশ্বানরঃ** বিশ্বান্ নরান্ নয়তীতি বৈশ্বানরঃ। স একঃ পাদঃ।

ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকাঃ–সর্বাত্মা পরমাত্মার চার চরণের বিস্তার পূর্বক বর্ণনা করা হচ্ছে। **বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ** বৈশ্বানর পরমাত্মাই সেই পরমাত্মার প্রথম চরণ। তিনি **জাগরিতস্থানঃ** জাগ্রদ্ দশার নির্বাহক। **জাগরিতং স্থানং যস্য সঃ** ইহা জাগরিত স্থান পদের বিগ্রহ। জগ্রদ্ দশায় ব্রহ্ম শব্দ হতে বলে থাকা অনিরুদ্ধই জাগ্রদদশার নির্বাহক। **বহিঃ প্রজ্ঞঃ** তার দ্বারা বাহ্য স্থূল রূপাদির জ্ঞান হয়ে থাকে। সপ্তাঙ্গঃ বৈশ্বানরবিদ্যার প্রসঙ্গে বৈশ্বানর পরমাত্মার সাত অঙ্গের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে– **এতস্যাত্মনঃ বৈশ্বানরস্য মুর্ধৈব সুতেজাঃ**। অর্থাৎ এই বৈশ্বানর পরমাত্মার দ্যূলোকই মূর্ধা (শিরোভাগ)। চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ বিশ্বরূপ শব্দ দ্বারা বলে থাকা সূর্যই তার নেত্র, **প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মা** পৃথগ্বর্ত্মা শব্দবাচ্য বায়ুই তার প্রাণ। **সন্দেহো বহুলঃ** বহুল শব্দ বাচ্য আকাশই তার মধ্যকায়। **বাস্তিরেবরয়িঃ** রয়ি শব্দ বাচ্য জলই তার মূত্রাশয়। **পথিব্যেবপাদৌ**, পৃথিবীই তার দুই চরণ। এই বৈশ্বানর বিদ্যাতে যা বলা হয়েছে , সেই ক্রমানুসারে দ্যূলোক,সূর্য,বায়ু,আকাশ,জল তথা পৃথিবী স্বরূপ মূর্ধা,চক্ষু,প্রাণ,মধ্যকায়,মূত্রাশয় এবং পদরূপী ছয় অঙ্গের সাথে জাগ্রত জীবকে মিলিয়ে বৈশ্বানরের সাত অঙ্গ হয়। **একোনবিংশতিমুখঃ** পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়,পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়,পাঁচ প্রাণ এবং মন,বুদ্ধি,অহঙ্কার এবং চিত্ত এই সব মিলিয়ে মোট উনিশ মুখ। এই সকলের অধিষ্ঠেয়ত্ব জাগ্রত দশায় বিদ্যমান জীবের দ্বারাই হয়ে থাকে। **স্থূল ভূক্** স্থূল রূপাদিকে তিনি (বৈশ্বানর) ভোগ করিয়া থাকেন তাই তাকে স্থূলভূক বলা হয়। ভোজনের ক্রিয়াতে **ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে** শ্রুতিতে নির্দিষ্ট পরমাত্মার ভোগ কর্তৃত্ব প্রয়োজক কর্তার রূপেই হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ জীবের প্রতি নয়ন দ্বারা তাদের উপর কর্তৃত্ব করায় সেই পরমাত্মার নাম বৈশ্বানর হয়েছে। তিনি (বৈশ্বানর) সর্বাত্মা পরমাত্মার একপাদ।

সর্বাত্মা পরমাত্মার দ্বিতীয় চরণ তৈজসের বর্ণন

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদঃ– সর্বাত্মা পরমাত্মার দ্বিতীয় পাদ হল তৈজস শব্দ বাচ্য প্রদ্যুম্ন। তিনি স্বপ্ন পদার্থের অনুভব করিয়ে থাকেন । স্বাপনিক ঈশ্বর সৃষ্ট দ্যূলোক,পৃথিবী আদিই তার সাত অঙ্গ এবং প্রাণসমূহ তথা অহংকার,মন,বুদ্ধি তথা চিত্ত ইত্যাদি মিলিয়ে মোট তার উনিশ মুখ । তিনিই প্রবিবিক্ত ভুক্ । তিনি স্বপ্ন স্থানের অধিষ্ঠাতা এবং অন্তঃ প্রজ্ঞ ।

রঙ্গরামানুজ ভাষ্যঃ– স্বপ্নস্থানোঽন্তঃ প্রজ্ঞঃ......দ্বিতীয় পাদঃ । স্বাপ্নিকবস্তূনাং জাগ্রদ্বৎ ইতরানুভাব্যত্বং নাস্তীতি তদ্বস্তূনামনুভাবয়িতা প্রদ্যুম্নঃ অন্তঃ প্রজ্ঞ উচ্যতে । সপ্তাঙ্গত্বৈকোনবিংশতিমুখত্বে তস্য স্বাপ্নিকৈরীশ্বরসৃষ্টৈঃ দ্যুসূর্যাদিভিঃ প্রাণেন্দ্রিয়ৈঃ, তদানীমপ্রলীনেনান্তঃকরণচতুষ্টয়েন চ পূর্ববদ্ দ্রষ্টব্যে । স্বাপ্নার্থানাং (অর্থস্য) তত্তৎপুরুষমাত্রভোগ্যতয়া স্বপ্নদশাপন্নস্য জীবস্য প্রবিবিক্তভুক্তত্বাৎ তদধিষ্ঠাতুঃ **তৈজসশাব্দিতস্য প্রদ্যুম্নস্যাপি** প্রবিবিক্তভুক্ত্বোক্তির্দ্রষ্টব্যা । ইতরাবিদিতানামতিসূক্ষ্মাণাং স্বাপনপদার্থানাং তেজোবদ্ভাসকত্বাৎ প্রদ্যুম্নস্য স্বপ্নাধিষ্ঠাতুঃ তৈজসত্বোক্তিঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকাঃ– স্বপ্নকালে প্রতীত হওয়া বস্তুসমূহ জাগ্রৎ দশার সমান স্বপ্ন দ্রষ্টা মনুষ্য ব্যতিরিক্ত মনুষ্যের পক্ষে অনুভাব্য হতে পারেনা। অতএব এ সমস্ত বস্তুসমূহের অনুভব যিনি করিয়ে থাকেন তিনিই হলেন ভগবান্ অনিরুদ্ধ। তাকেই অন্তঃ প্রজ্ঞ শব্দের মাধ্যমে বলা হয়ে থাকে। তার সপ্তাঙ্গত্ব এবং উনিশ মুখ যুক্ততত্ব স্বপ্নকালে পরমাত্মা সৃষ্ট দ্যূলোক সূর্য ইত্যাদির দ্বারা তথা প্রাণসমূহ,ইন্দ্রিয়সমূহ তথা স্বপ্নকালে যিনি প্রলীন হন না সেই মন,বুদ্ধি,অহঙ্কার এবং চিত্তের দ্বারা তাকে বৈশ্বানরের সমানই

জানবে। স্বপ্ন কালিক বিষয়সমূহের ভোগ কেবল স্বপ্ন দ্রষ্টা পুরুষই করে থাকে । অতএব স্বপ্নাবস্থাবস্থিত জীবই প্রতিবিক্ত ভুক্ত । এজন্য সাথে সাথে এটাও জানবে যে সেই জীবের অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্নও স্বাভাবিকরূপে প্রবিবিক্ত ভুক্। স্বাপ্ন পদার্থ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে থাকে তাকে দ্রষ্টা ভিন্ন অন্য কেউ জানতে পারে না। সেই পদার্থসমূহকে তেজের সমান প্রকাশিত করার কারণে স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্নকে তৈজস বলা হয়ে থাকে ॥ ২ ॥

সর্বাত্মা পরমাত্মার তৃতীয় চরণ প্রাজ্ঞের বর্ণন

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদঃ– ঘুমিয়ে থাকা জীব যে কালে (অবস্থায়) কোন প্রকারের কামনা করে না এবং কোন স্বপ্নকে দেখে না সেই অবস্থাই হল সুষুপ্তি। সুষুপ্তাবস্থাতে পরমাত্মাতে মিলে যাওয়ার সেই কারণে একীভূত প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মাই আনন্দঘন । বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের দ্বারা তিনি গ্রাহ্য কারণ সে জীবকে সুষুপ্তি কালিক আনন্দের অনুভব করিয়ে থাকে। তিনিই প্রজ্ঞানঘন তথা জ্ঞানানন্দময়। সেই প্রাজ্ঞই সঙ্কর্ষণের সমান তৃতীয় পাদ।

রঙ্গরামানুজ ভাষ্যঃ– যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং , ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি,তৎ সুষুপ্তম্ । যত্র স্থানে জীবঃ সুপ্তস্সন্ রাগাদিদোষানুপহতঃ স্বপ্নং চ ন পশ্যতি, তৎ স্থানং সুষুপ্তম্। সুষুপ্তমিত্যাধিকরণোক্ত প্রত্যয় ইতি ভাবঃ । সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ-প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ । সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ সুষপ্তস্থানে একত্বং প্রাপ্তঃ স্বয়ং সুষুপ্তিস্থানতয়া স্থিত ইত্যর্থঃ। 'তদভাবো নাডীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ' ইত্যধিকরণোক্তরীত্যা সুষুপ্তস্থানস্সন (স্থানভূতস্সন্ ?) প্রজ্ঞানানন্দঘনঃ জীবস্য সৌষুপ্তিকানন্দানুভাবকঃ চেতোমুখঃ বিশুদ্ধচেতোগ্রাহ্যঃ । জ্ঞানানন্দময় ইতি যাবৎ । আনন্দভুক্ যঃ (?) প্রাজ্ঞঃ সংকর্ষণাভিধঃ তৃতীয়ঃ পাদ ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকাঃ– যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে যে স্থানে (অবস্থায়) ঘুমিয়ে থাকা জীব কোন প্রকারের কামনা করে না এবং **ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি** কোন প্রকারের স্বপ্নকে দেখে না কারণ সুষুপ্তি কালে জীব রাগদ্বেষ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়না , সেই অবস্থা বা স্থানকেই সুষপ্ত বলা হয়। সুষুপ্তিতে অধিকরণের অর্থে ক্ত প্রত্যয় হয়েছে। সুষুপ্তস্থানে একীভূতঃ সুষুপ্তাবস্থায় জীব পরমাত্মার মিলে একতাকে প্রাপ্ত করে থাকে এবং স্বয়ং সুষুপ্তি স্থান রূপ হয়ে যায়। **'তদভাবো নাডীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ' (শাবর মীমাংসা ৩/২/৭)** এই অধিকরণে যে প্রকারে বলা হয়েছে সেই অনুসারে সুষুপ্ত স্থান (অবস্থা) প্রজ্ঞান আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা জীবকে সুষুপ্তিকালিক আনন্দের অনুভব করিয়ে থাকে। **চেতোমুখঃ** বিশুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত পুরুষের দ্বারাই তাকে জানা যায়। তিনিই **প্রজ্ঞানধনঃ** জ্ঞান স্বরূপ। **আনন্দময়ঃ** তিনিই আনন্দ স্বরূপ। **আনন্দভূক্** তিনিই জীবকে সুষুপ্তিকালিক আনন্দের উপভোগ করান। **চেতোমুখঃ** তিনি বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা গ্রাহ্য অর্থাৎ জ্ঞানানন্দময়। যিনি আনন্দভূক্ প্রাজ্ঞ তিনিই সঙ্কর্ষণ নামক তৃতীয় পাদ ।। ৩ ।।

এষ সর্বেশ্বরঃ এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য
প্রভবাপ্যযৌ হি ভূতানাম্ ।। ৪ ।।

অনুবাদঃ– এই প্রাজ্ঞই সম্পূর্ণ জীবের নিয়ামক,সর্বজ্ঞ,অন্তর্যামী তথা উৎপত্তি স্থান এবং প্রলয় স্থান ।। ৪ ।।

রঙ্গরামানুজ ভাষ্যঃ– এষ সর্বেশ্বরঃ এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যামী এষ যোনিস্সর্বস্য প্রভবাপ্যযৌ হি ভূতানাম্ । যোনিঃ স্থানমিত্যর্থঃ। 'যোনির্দ্বয়োর্ভগে স্থানে' ইতি কোশাৎ । শিষ্টং স্পষ্টম্ । যদ্যপি বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞানাং ত্রয়াণাম্ ভগবদ্ ব্যূহতয়া সর্বেশ্বরত্বাদিকমপ্যবিশিষ্টম্। অথাপি ব্যবস্থিতপূর্বোক্ততত্তদ্ধর্ম (ব্যবস্থিতধর্ম) বত্তয়া ত্রয়াণামনুসন্ধানম্ কর্তব্যমিতি ভাবঃ ।। ৪ ।।

ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকাঃ– এষঃ এই প্রাজ্ঞই সর্বেশ্বরঃ, সবকিছুর নিয়ামক, এষঃ সর্বজ্ঞঃ ইনিই সর্বজ্ঞ, **এষঽন্তর্যামী** ইনিই সবার অন্তর্যামী। **এষযোনিঃ সর্বস্য** ইনিই সম্পূর্ণ জগতের স্থান তথা কারণ। এখানে যোনি শব্দ স্থানের বাচক। কোষও বলে যে যোনির্দ্বয়োর্ভগেস্থানে অর্থাৎ যোনি শব্দের দুটি অর্থ হয় যথা স্ত্রীদিগের যোনী এবং অপরটি স্থান। অর্থাৎ স্থান বোঝাতে যোনী শব্দের প্রয়োগ হয়। ভূতনাম্ হি প্রভবাপ্যয়ৌ ইনিই সকল জীবের উৎপত্তি স্থান এবং প্রলয় স্থান। **যদ্যপি০ ইত্যাদি-** যদ্যপি বিশ্ব,তৈজস তথা প্রাজ্ঞ এই তিনই ভগবানের ব্যূহ। অতএব এই তিনের সর্বেশ্বরত্ব একই সমান, তথাপি এই তিনের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থিত ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মের কথা বলা হয়েছে,সেই ধর্মযুক্ত রূপেই তাদের অনুসন্ধান করা উচিত।

সর্বাত্মা পরমাত্মার চতুর্থ চরণ তুরীয়ের বর্ণন

শ্রুতি–নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণং অচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যযসারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৫ ॥

॥ ইতি দ্বিতীয় খণ্ডঃ ॥

অনুবাদঃ- অন্তঃ বহি প্রজ্ঞ বিশ্ব তথা অন্তঃ প্রজ্ঞ তৈজস হতে ভিন্ন,প্রাজ্ঞ হতে ভিন্ন প্রজ্ঞানঘন, প্রজ্ঞ তথা অনুজ্ঞ হতে ভিন্ন,জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ তথা কর্মেন্দ্রিয়সমূহের অবিষয় ভূত, মনের অবিষয় ভূত এবং অনুমানেরও অবিষয়ভূত, এটা এমন প্রকারের যার চিন্তন করা যায় না, একতম প্রত্যয়ের বিষয় ভূত যার মধ্যেই বিশ্ব তৈজস এবং প্রাজ্ঞের উপশম হয়ে যায়। উর্মিষট্ক হতে রহিত,মঙ্গলময় সজাতীয় দ্বিতীয় হতে রহিত এই প্রকারের বাসুদেবকেই তুরীয় মানা হয়ে থাকে। তিনি সকল দেশ এবং কালে ব্যাপক। সঙ্কর্ষণাদির আত্মা তিনিই , তিনিই বিজ্ঞেয় ॥ ৫ ॥

রঙ্গরামানুজ ভাষ্যঃ- চতুর্থং পাদং নির্দিশতি– নান্তঃ প্রজ্ঞং.....স বিজ্ঞেয়ঃ । 'নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞ'মিতি বহিঃ প্রজ্ঞান্তঃ প্রজ্ঞয়োর্বিশ্বতৈজসয়োর্ব্যাবৃত্তিঃ । প্রজ্ঞ–শব্দাৎ 'প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ'ইতি স্বার্থে অণি প্রাজ্ঞশব্দস্য নিষ্পন্নতয়া অণ্ । অতঃ প্রাজ্ঞশব্দস্য স্বার্থাণন্ততয়া প্রাজ্ঞপ্রাজ্ঞয়োরেকার্থত্বাৎ। ননু প্রজ্ঞভিন্নত্বে অপজ্ঞত্বং স্যাৎ। এবঞ্চ অজ্ঞত্বপ্রসঙ্গ ইত্যত্রাহ নাপ্রজ্ঞমিতি। প্রকর্ষেণ জানাতীতি প্রজ্ঞঃ। জ্ঞানাদিষড্গুণমধ্যে জ্ঞানপ্রধানত্বেন প্রজ্ঞশব্দিতাৎ সুষুপ্তিস্থানস্থাৎ সহকর্ষণাৎ ভিন্নত্বেপি সর্বজ্ঞতয়া অপ্রজ্ঞত্বমপি (মিতি) নাস্তীতি ভাবঃ। অদৃষ্টং জ্ঞানেন্দ্রিয়াগোচরম্ (বাহ্যেন্দ্রিয় জ্ঞানাগোচরম্) অব্যবহার্যং বাগ্ঘস্তাদিকর্মেন্দ্রিয়াগোচরম্, অগ্রাহ্যং মনোঽগোচরম্ ,অতএব অলক্ষণং লক্ষ্যতে অনেনেতি লক্ষণম্ অনুমানম্ । অনুমানাগম্যমিত্যর্থঃ । অতএব অচিন্ত্যমব্য-পদেশ্যম্ ইদমীদৃগিতি চিন্তাব্যপদেশানর্হম্ একাত্মপ্রত্যয়সারম্ একতম্ – প্রত্যয়গোচরম্ । প্রপঞ্চোশমং সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাদি প্রপঞ্চস্যাপ্যুপশমো যস্মিন্ তৎ প্রপঞ্চোপশমম্ । 'এতন্নাবতারাণাং নিদানং বীজমব্যয়ম্' ইতি স্মরণাৎ । শান্তম্ ঊর্মিষটকরহিতম্। শিবং কদাচিদুৎপাদবিনাশাবির্ভাবতিরোভাবগন্ধরহিততয়া শিবং মঙ্গলম্ । অদ্বৈতং সজাতীয়দ্বিতীয়রহিতম্। তাদৃশং (এতাদৃশং) বাসুদেবং চতুর্থং মন্যন্তে । 'তমেবৈকং জানথাত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ'ইতি শ্রুতেঃ তস্যৈব বিজ্ঞেয় ত্বমিতি ভাবঃ ।। ৫ ।।

ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকাঃ– এই মন্ত্রে সর্বাত্মাশ্রুতি ওঙ্কারের চতুর্থ তুরীয় পাদ বাসুদেবের বর্ণনা করছে। সেই ভগবান্ বাসুদেব, **নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞম্** বহি প্রজ্ঞ বিশ্ব তথা অন্তঃ প্রজ্ঞ তৈজস হতে ভিন্ন। **নোভয়তঃ প্রজ্ঞম্ বিশ্বং তৈজস্** দুটি হতে ভিন্ন , **ন প্রজ্ঞানঘনম্** ন প্রজ্ঞম্ এটা বলে তুরীয়ের সুষুপ্তি স্থানস্থ সঙ্কর্ষণ হতে ব্যাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে । প্রজ্ঞ শব্দ হতে **প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ** এই পাণিনীয় সূত্রের

দ্বারা স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় হয়ে প্রাজ্ঞ শব্দ স্বার্থে অণ্ প্রত্যান্তরূপ থেকে ব্যুৎপন্ন হয়ে থাকে । অতএব প্রাজ্ঞ শব্দ এবং প্রাজ্ঞ শব্দদুটির অর্থ একই ।

নু প্রজ্ঞভিন্নত্বে অপ্রজ্ঞত্বং স্যাৎ ইত্যাদি যদি বলা হয় যে প্রজ্ঞ হতে ভিন্ন হলে তাকে অপ্রজ্ঞই মানা হয় তবে এভাবে তুরীয় অজ্ঞই সিদ্ধ হয়ে যাবে , সেজন্য এর উপরে শ্রুতি বলে যে **না প্রজ্ঞম্** প্রকর্ষণে জানাতি ইহাই প্রজ্ঞ শব্দের ব্যুৎপত্তি । জ্ঞানাদি ছয়গুণে জ্ঞানের প্রধানতা হওয়ার কারণে প্রজ্ঞ শব্দ দ্বারা অভিহিত সুষুপ্তি স্থানে স্থিত সঙ্কর্ষণ হতে ভিন্ন হওয়ার পরেও সর্বজ্ঞ রূপ হওয়ার কারণে তিনি অপ্রজ্ঞত্বও নন । **অদৃষ্টম্** জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের অগোচর অর্থাৎ তিনি জ্ঞানেদ্রিয়াদির বিষয় হতে পারে না, **অব্যবহার্যম্**–বাগাদি কর্মেন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ বাগাদি কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় হতে পারে না । **অগ্রাহ্যম্** মনের অবিষয় ভূত অতএব **অলক্ষণম্** লক্ষ্যতে অনেন এই ব্যুৎপত্তির অনুসারে লক্ষণ শব্দ অনুমানের বোধক অর্থাৎ অনুমানের অবিষয় ভূত অতএব **অচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্** একতম প্রত্যয়ের বিষয় ভূত **প্রপঞ্চোপশমম্** অর্থাৎ যার মধ্যে সঙ্কর্ষণ,প্রদ্যুম্ন,অনিরুদ্ধাদি প্রপঞ্চের উপশম হয়ে থাকে, সে জন্যই বলা হয়েছে **‘এতন্নানাবতারাণাং নিদানং বীজমব্যয়ম্’ ।**

অর্থাৎ যত অবতার হয়ে থাকে সেই সমস্ত অবতারের কারণ ভূত হলেন শ্রীভগবান্ বাসুদেব তিনিই নির্বিকার । শান্তম্ তিনি উর্মিষট্ক রহিত । শিবম্ অর্থাৎ যার কখনও উৎপত্তি,বিনাশ,আবির্ভাব, তথা তিরোভাব ইত্যাদি হয়না । অতএব মঙ্গল স্বরূপ, অদ্বৈতম্ অর্থাৎ সজাতীয় দ্বিতীয় হতে রহিত । এই প্রকারে চতুর্থ তূরীয় শ্রীভগবান্ বাসুদেবকে বিজ্ঞপুরুষগণ মান্য করে থাকে ।

স আত্মা আপ্নোতি ইতি আত্মা এটাই আত্মা শব্দের ব্যুৎপত্তি । অর্থাৎ

সমস্ত দেশে এবং সমস্ত কালে ব্যাপ্ত হওয়ার কারণে বাসুদেব ভগবানই সঙ্কর্ষণাদির আত্মা , স বিজ্ঞেয়ঃ তমেবৈকং জানথাত্মনমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ– এই শ্রুতির অনুসারে শ্রীবাসুদেবই বিজ্ঞেয় ।। ৫ ।।

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডস্য শ্রীরঙ্গরামানুজাচার্যকৃত মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্যং এবং পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রীণা কৃত ভাষ্যতত্ত্বার্থদীপিকা সমাপ্তম্ ।।

।। তৃতীয় খণ্ড ।।

অকারাদি মাত্রাতে বৈশ্বানরস্থাদির ভাবনা বর্ণন ।

হরি ওম্ সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ অকার উকারো মকার ইতি ।। ১ ।।

অনুবাদঃ- অক্ষরসমূহে এবং মাত্রাসমূহে থাকা ওঙ্কার হল নাদাত্মক। সেটাই আত্মা। যাকে ব্রহ্মের পাদ রূপে বলা হয়েছে তিনি অনিরূদ্ধ,প্রদ্যুম্ন,সঙ্কর্ষণ এবং বাসুদেব স্বরূপে আছেন,আর সেই অনিরুদ্ধাদিই প্রণবের মাত্রাভূত অকার উকার মকারাদি মাত্রা । এই ওঙ্কারের যে মাত্রাসমূহ যথা অকার,উকার,মকারাদি তাহাই ব্রহ্মের চরণ ।। ১ ।।

রঙ্গরামানুজভাষ্যঃ- সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রম্ । অধ্যক্ষরম্– অক্ষরেষু অধিমাত্রং মাত্রাসু বর্তমানো য ওঙ্কারঃ নাদাত্মকঃ, স এব অয়মাত্মেত্যর্থঃ । **পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ** (যতো ব্রহ্মণঃ পাদভূতাঃ উক্তাঃ অনিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নসঙ্কর্ষণবাসুদেবাঃ মাত্রাঃ প্রণবমাত্র ।।১।।

ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকাঃ–অধ্যক্ষরম্ অর্থাৎ অক্ষরে তথা অধিমাত্রম্ মাত্রাতে স্থিত থাকা যে ওঙ্কার **সোঽয়মাত্মা** তাহাই আত্মা। মাত্রাতে স্থিত থাকা নাদাত্মক যে ওঙ্কার তাহাই এই আত্মা (পরমাত্মা)। পাদামাত্রঃ কারণ ব্রহ্মের পদভূত যে অনিরূদ্ধ,প্রদ্যুম্ন,সঙ্কর্ষণ এবং বাসুদেব পাদ তাহাই মাত্রা। প্রণবের মাত্রা ভূতই হল অকার,উকার,মকারাদি। মাত্রাশ্চ পাদা এবং প্রণবের যে অকার,উকার এবং মকার রূপ মাত্রাসমূহ তাহাই ব্রহ্মের পাদভূত। অর্থাৎ সমস্ত ওঙ্কারে ব্রহ্মের দৃষ্টি করিয়া প্রণবের মাত্রাসমূহে অকার আদিতে ক্রমশঃ অনুরূদ্ধ,প্রদ্যুম্ন তথা সঙ্কর্ষণ এবং বাসুদেবের দৃষ্টি করা উচিত। সেটাকেই বলতে গিয়ে শ্রুতি বলছে– অকার উকার মকারাদি মাত্রাসমূহই ব্রহ্মের চরণ। ইহা নাদেরও উপলক্ষণ বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

অকারে অনিরুদ্ধের দৃষ্টি এবং তাঁর ফল

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাঽঽপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্ বাঽঽপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ২ ॥

অনুবাদঃ- প্রণবের প্রথম মাত্রা অকারে জাগরিত স্থানের অধিষ্ঠতা বৈশ্বানর শব্দ বাচ্য অনিরুদ্ধের দৃষ্টি করা উচিত। সকল শব্দের প্রকৃতি ভূত অকারের সকল শব্দে ব্যাপ্তি হওয়ার কারণে অথবা সকল শব্দের কারণভূত অকার শব্দ বাচ্য হওয়ার কারণেই বৈশ্বানর আকাশ শব্দ বাচ্য। যিনি অকারের এই ব্যাপ্তিমত্ব এবং আদিমত্বকে জানেন তিনি নিজের সকল কাম্য পদার্থকে প্রাপ্ত করিয়া সেই সবকিছুতেই প্রধান হয়ে যায় ॥ ২ ॥

রঙ্গরামানুজভাষ্যঃ- তদেব বিবিচ্য দর্শয়তি- জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা (প্রথমাত্রায়াম্ অকারে জাগরিতস্থানবৈশ্বান রশব্দিতানিরুদ্ধদৃষ্টিঃ কর্তব্যেত্যর্থঃ।) বৈশ্বানরস্যাকাররূপত্বে হেতুমাহ- আপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা (আপ্তিঃ ব্যাপ্তিঃ সকলশব্দপ্রকৃতিভূতস্য অকারস্য

সর্বশব্দব্যাপ্তত্বং সর্বজগদ্ ব্যাপ্তস্যানিরুদ্ধস্যেবেত্যবগন্তব্যম্।) আদিমত্ত্বাদ্বা সর্বশব্দাদিভূতাকারশব্দবাচ্যত্বাদ্বা বৈশ্বানরস্যাকাররূপত্বমিত্যর্থঃ । আপ্তিমত্ত্বাদিমত্ত্বজ্ঞানয়োঃ ফলমাহ-আপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামান্,আদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ । স্পষ্টোঽর্থঃ । আদিশ্চ ভবতি । সর্বপ্রধানং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকাঃ– ওঙ্কারের চারপাদকে আলাদা-আলাদা রূপে দেখানো হচ্ছে । **জাগরিত স্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা** প্রণবের প্রথম মাত্রা অকারে জাগরিত স্থান বৈশ্বানর শব্দ বাচ্য অনিরুদ্ধের দৃষ্টি করা উচিত । বৈশ্বানর অকার হওয়ার কারণে তাহা দুই প্রকার । **আপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা** ১.ব্যাপ্তিমত্ত্ব অথবা ২.আদিমত্ত্ব । সকল শব্দের প্রকৃতি ভূত অকার সকল শব্দতে ব্যাপ্ত আছে তাকে সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপ্ত অনিরূদ্ধের সমান ব্যাপক বোঝা উচিত । এটাই **আপ্তেঃ** এর অর্থ । **আদিমত্বাদ্বা** অথবা সকল শব্দের আদিভূত অকার শব্দ বাচ্য হওয়ার কারণে বৈশ্বানর অকার রূপ ॥ ২ ॥

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাৎ উভয়ত্বাদ্বোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

অনুবাদঃ- স্বপ্নস্থানের অধিষ্ঠাতা প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা উকার বাচ্য তৈজস । তৈজসের উকার বাচ্য হওয়ার দুটি কারণ আছে । বিশ্ব অপেক্ষা তৈজস উৎকৃষ্ট অথবা প্রাজ্ঞ এবং তৈজসে তৈজস দ্বিতীয় । তৈজসের উৎকৃষ্টত্ব জ্ঞানের ফল হল যে সে নিজের শিষ্য-প্রশিষ্যগণে জ্ঞানের সন্তান দ্বারা উৎকৃষ্ট হয়ে যায় । উভয়ত্ব জ্ঞানের ফল হল উৎকৃষ্টের সমান হয়ে যাওয়া । এই প্রকারে তৈজসকে যিনি জানেন,তার বংশে কোন অব্রহ্মজ্ঞানী হয় না ॥ ৩ ॥

রঙ্গরামানুজভাষ্যঃ- স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রো । তৈজসস্য উকাররূপত্বে হেতুমাহ-উৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা বিশ্বাপেক্ষয়া তৈজসস্যোৎকৃষ্টত্বাদ্বা তৎসমানতয়া (তৎসমানয়োঃ প্রাজ্ঞতৈদসয়োঃ প্রাজ্ঞতৈজসয়োঃ) দ্বিতীয়ত্বাদ্বা উকাররূপ (রবাচ্য) ত্বমিত্যর্থঃ (অত্র বিশ্বাপেক্ষয়া তেজসস্যোৎকৃষ্টত্বং ততোহপি সূক্ষ্মত্বাৎ। প্রাজ্ঞতৈজসয়োঃ বিশ্বাপেক্ষয়া সাম্যং তু গুণপূর্তিসাম্যাদিতি দ্রষ্টব্যম্ । এবম্ উকারস্যাপ্যকারলয়স্থানত্বাৎ তৎ উৎকৃষ্টত্বম্। উকারমকারয়োরকারসাম্যং চ বর্ণত্বাদিনেতি ধ্যেয়ম্।) উৎকৃষ্টত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ উৎকর্ষতি....বেদ। শিষ্যপ্রশিষ্যাদিষু জ্ঞানসন্তত্যা উৎকৃষ্টো ভবতীত্যর্থঃ। এবংবিদস্সন্তানে ব্রহ্মবিদ্যা ইতরসন্তানাপেক্ষয়া অতিরিচ্যত ইতি যাবৎ। উভয়ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ সমানশ্চ ভবতি । উৎকৃষ্টানাং সমানশ্চ ভবতীত্যর্থঃ । **নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, য এবং বেদ।** স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকাঃ– স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা স্বপ্ন স্থানের অধিষ্ঠাতা তৈজস উকার প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা। তৈজসের উকার রূপতার কারণ বলতে গিয়ে শ্রুতি বলছে যে–**উৎকর্ষাদুভয়রূপত্বাদ্বা** তৈজস বিশ্বের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা তারমতই সমান প্রাজ্ঞ তথা তৈজসের মধ্যে তৈজস দ্বিতীয় হওয়ার কারণে তৈজস উকার রূপ অথবা উকার বাচ্য । বিশ্বের অপেক্ষা তৈজস সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে তৈজস বিশ্বের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। প্রাজ্ঞ তথা তৈজসে বিশ্বের অপেক্ষা সাম্য তথা গুণপূর্তি সাম্যই দেখা যায় । এবং উকারের লয় স্থান অকার। অতএব তৈজস বিশ্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উকার এবং মকারে সাম্য বর্ণত্ব ধর্মের কারণেই।

উৎকৃষ্টত্ব জ্ঞানস্য০ ইত্যাদি- উৎকৃষ্টত্ব জ্ঞানের ফলকে বলতে গিয়ে শ্রুতি বলছে যে- উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিম্ তৈজসের উৎকৃষ্টত্ব জ্ঞানের ফল হলে যে তৈজস হতে প্রাপ্ত উৎকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত যে জ্ঞাতা (সেই জ্ঞাতার মাধ্যমে তৈজস সেই জ্ঞানের বিস্তার করে থাকে) সে

নিজের শিষ্য-প্রশিষ্যগণে বিস্তার করে সেই জ্ঞান সন্তান দ্বারা সেই তৈজসের ফল স্বরূপ যে জ্ঞান তাহা উৎকৃষ্ট হয়ে যায়। এই প্রকারে অন্যের সন্তান হতে জ্ঞাতার সন্তানে ব্রহ্মবিদ্যা অধিক হয়ে থাকে। উভয়ত্ব জ্ঞানের ফল বলতে গিয়ে শ্রুতি বলছে **সমানশ্চ ভবতি** উৎকৃষ্টের সমান হয়ে যাওয়া। **নাস্যা ব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ** এই ভাবে যিনি তৈজসকে উকার বাচ্যরূপে জানেন তার বংশে কোন অজ্ঞানী হয় না ॥ ৩ ॥

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ডঃ

অনুবাদঃ- প্রণবের তৃতীয় মাত্রা মকারের বাচ্য সুষুপ্তি স্থানের অধিষ্ঠাতা হল প্রাজ্ঞ। প্রাজ্ঞ হতে সম্পূর্ণ জগৎ পরিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে প্রাজ্ঞকে মকার বাচ্য বলা হয়েছে। এবং সেই প্রাজ্ঞই সম্পূর্ণ জগতের লয় স্থান। প্রাজ্ঞের মিতিত্ব এবং অপীতিত্ব জ্ঞানের ফল এটাই যে- জ্ঞাতা সম্পূর্ণ জগতকেই জানিয়া যায় এবং জ্ঞাতা পরমাত্মাতেই লয় হয়ে যায় ॥ ৪ ॥

রঙ্গরামানুজভাষ্যঃ- সুষুপ্ত (প্তি) স্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা। মকাররূপত্বে যুক্তিমাহ মিতেরপীতের্বা। মিনোতি প্রজ্ঞঃ সর্বমাত্মনি তাদাত্ম্যেন। মকারোঽপি স্বাত্মনি আকারোকারৌ মিনোতি। মকারাবধিক ত্বাদকারোকারয়োরিত্যর্থঃ। অপীতিঃ প্রলয়ঃ। প্রাজ্ঞে জগৎ প্রলীয়তে। মকারে হি অকারোকারৌ প্রলীয়েতে; মকারাবসানত্বাদকারোকারয়োরিত্যর্থঃ। তদ্ জ্ঞানদ্বয়স্য ফলং ক্রমেণাহ (জ্ঞানস্য ফলমাহ) মিনোতি হ বা ইদং সর্বম্ য ইদং সর্বে জগৎ মিনোতি পরিচ্ছিনতি–জানাতীত্যর্থঃ। অপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। পরমাত্মনি লয়শ্চ তস্য ভবতি, য এবং বেদেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকাঃ– সুষুপ্তি স্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা - প্রণবের তৃতীয় মাত্রা মকার, মকার বাচ্য প্রাজ্ঞ সুষুপ্তি স্থানের অধিষ্ঠাতা। প্রাজ্ঞের মকারবাচ্যতার কারণকে বলিয়া শ্রুতি বলছে যে– **নিতেরপীতে র্বা কারণ প্রাজ্ঞ** নিজের আত্মাতেই সবকিছু তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হতে প্রাপ্ত করিয়া থাকে। মকারও নিজের মধ্যে অকার তথা উকার এই দুটিকেই আত্মসাৎ করিয়া নেয়। কারণ অকার এবং উকার দুটিই মকার পর্যন্তই হয়। অপীতি এর অর্থ হল যে– মকার বাচ্য প্রাজ্ঞেই জগতের প্রলয় হয়ে যায়। মকারেই অকার এবং উকার দুটিই প্রলীন হয়ে যায়। অকার এবং উকার বাচ্য বিশ্ব এবং তৈজসের মকার বাচ্য প্রাজ্ঞেই লয় হয় যায়। মিতি তথা অপিতি জ্ঞানের ফলের কথা বলতে গিয়ে শ্রুতি বলছে যে– মিনোতি হ বা ইদং সর্বম্ অপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ অর্থাৎ যে মকার বাচ্য প্রাপ্তিকে এই প্রকারে জানিয়া থাকে তিনি সম্পূর্ণ জগতকেই জানিয়া নেন এবং তিনি পরমাত্মাতে লয় হয়ে যায়। অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়খণ্ডস্য শ্রীরঙ্গরামানুজাচার্যকৃত মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্যং এবং পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রীণা কৃত ভাষ্যতত্ত্বার্থদীপিকা সমাপ্তম্ ॥

---------**********---------**

॥ চতুর্থ খণ্ড ॥

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাঽঽত্মানং য এবং বেদ ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ

'ভদ্রং কর্ণেভিঃ' ইতি শান্তিঃ মাণ্ডূক্যোপনিষৎ সমাপ্তা

অনুবাদঃ- প্রণবের চতুর্থ মাত্রা তুরীয় বাচ্য বাসুদেব নিস্‌সমী (পরিচ্ছেদ রহিত) এবং ব্যবহার্য। ওনার মধ্যেই অনিরুদ্ধ,প্রদ্যুম্ন এবং সংকর্ষণের উপশম হয়ে যায় । তিনি মঙ্গলময় এবং অদ্বিতীয় । এই ভাবে সমস্ত ওঙ্কারের আত্মা পরমাত্মাই । যিনি অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণ এবং বাসুদেব রূপে সমস্ত এবং ব্যাস্ত রূপে প্রণবের উপাসনা করে থাকে তিনি ঐ উপাসনার দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে থাকেন ॥ ১ ॥

রঙ্গরামানুজভাষ্যঃ–অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ....আত্মৈব।অমাত্রঃ পরিচ্ছেদঃ শূন্যঃ । অব্যবহার্যত্বাদি (পূর্বোক্ত) লক্ষণোপেতশ্চতুর্থঃ আত্মৈব (ব্যূহবাসুদেব এব । এবমোঙ্কারঃ) । এবং ভূত ওঙ্কারঃ । (ওঙ্কারৈকদেশানাদরূপ ইতি যাবৎ। অস্য ব্যূহবাসুদেবস্য পরবাসুদেবেন সমস্তপ্রণবরূপেণাতি সন্নিকৃষ্টৈক্যসূচনার্থমোঙ্কার ইতি সমস্ত নির্দেশঃ) তদ্ জ্ঞানস্য ফলমাহ সংবিশত্যাত্মনাঽঽত্মানম্, য এবং বেদ (এনমনি-রুদ্ধপ্রদ্যুম্নসঙ্কর্ষণবাসুদেবরূপেণ ব্যস্তসমস্তপ্রণবোপাসকঃ) , আত্মনা পরমাত্মনা অনুগৃহীতস্ সন্ তেনৈবোপায়েন তমেব (তেনৈবোপয়েন ক্রমাৎ তমেব) প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

॥ ইতি চতুর্থ খণ্ডঃ ॥

॥ ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকাঃ– অমাত্রঃ পরিচ্ছেদ রহিত অর্থাৎ নিস্সমী অব্যবহার্যত্ব লক্ষণ দ্বারা যুক্ত চতুর্থ মাত্রার বাচ্য ভগবান্ বাসুদেবই। ঠিক এমন প্রকারের ওঙ্কার অর্থাৎ ওঙ্কারের এক অংশ মাত্র। এই বাসুদেবের সাথে পরাবাসুদেবের একতা বলার জন্যই ওঙ্কারকে সমাসে বলা হয়েছে। এখন সেই জ্ঞানের ফল বলছেন– এই অনিরুদ্ধ,প্রদ্যুম্ন,সঙ্কর্ষণ তথা বাসুদেব রূপে ব্যস্ত এবং সমস্ত উপাসক পরমাত্মার দ্বারা অনুগৃহিত হয়ে পরমাত্মা রূপ সাধনের দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে থাকে ॥ ১ ॥

ক্ষেমায় যঃ করুণয়া ক্ষিতিনির্জরাণাং
ভূমাবজৃম্ভয়ত ভাষ্যসুধামুদারঃ।
বামাগমাধবগবাদাবদতূলবাতো
রামানুজঃ স মুনিরাদ্রিয়তাং মদুক্তিম্ ॥

ভাষ্যতত্ত্বার্থদিপীকাঃ– ঔদার্য্যগুণ সম্পন্ন শ্রীভাষ্যকার ভগবৎপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য করুণা করিয়া ভুদেবগণের কল্যাণ করিবার জন্য এই ভূলোকে শ্রীভাষ্যসুধাকে প্রকট করেছেন তথা সেই শ্রীভাষ্য বেদ বিরোধি আগমের অনুযায়ী ও তাদের বাববিবাদ জন্য কোলাহল রূপী তুলা কে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অতুলনীয় ঝড় (প্রচণ্ড বায়ুবেগ)। সেই শ্রীভাষ্যকার শ্রীমদ্রামানুজাচার্য আমার (শ্রীরঙ্গরামানুজাচার্যের) উপনিষদ্ ভাষ্য রূপী উক্তিকে স্বীকার করুন।

ইতি চতুর্থখণ্ডস্য শ্রীরঙ্গরামানুজাচার্যকৃত মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্যং
এবং পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রীণা কৃত
ভাষ্যতত্ত্বার্থদীপিকা সমাপ্তম্ ॥